Sanatan Dharma

বৃন্দাদেবী তুলসীঃ

বৃন্দাদেবী তুলসীঃ

নমঃ তুলসী দর্শনে পুণ্য
স্পর্শনে পাপ নাশন
স্মরণে তির্থানি
ভক্তিমে মুক্তি লক্ষণ নমঃ

তুলসীদেবী কৃষ্ণ প্রিয়া রাধিকার সহচরী ছিলেন। একদিন গোলোকে (স্বর্গে) তুলসীকে কৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত দেখে রাধিকা একে অভিশাপ দেন যে তুমি মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করবে। এতে কৃষ্ণ দু:খিত হয়ে তুলসীকে সান্তনা দিয়ে বলেন, মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করলেও তপস্যা দ্বারা আমার একঅংশ প্রাপ্ত হবে। রাধিকার শাপে তুলসী পৃথিবীতে রাজা ধর্ম ধর্ব্বজের ও মাধবী র গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তুলসী নামে অভিহিত হন। অত:পর তুলসী বনগমণ করে ব্রক্ষ্মার কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন,তার কঠোর তপস্যায় ব্রক্ষ্মা স্হির থাকতে না পেরে তাকে বর দিতে সম্মত। তুলসী বলেন তিনি নারায়ণকে স্বামীরূপে কামনা করেন। ব্রক্ষ্মা বলেন এখন তুমি কৃষ্ণের অংশ সুদামের স্ত্রী হও। পরে কৃষ্ণকে লাভ করবে। রাধিকার শাপে সুদাম দানবরূপে জন্মগ্রহণ করবে, তার নাম হবে শঙ্খচূড়। ©মন্ত্র শিক্ষা-"পুরোহিত দর্পণ" নারায়ণেরের শাপে তুলসী বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করবে। তুমি না জন্মগ্রহণ করলে তার সকল পূজা ব্যর্থ হবে। যথা সময়ে শঙ্খচূড়ের সঙ্গে রাজা ধর্ম ধর্ব্বজের কন্যা তুলসীর বিবাহ হয়। শঙ্খচূড়ের বর ছিল যে,তার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হলেই তার মৃত্যু হবে। শঙ্খচূড়ের উৎপাত ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে ব্রহ্মার সহিত শিবের নিকট গিয়ে উপস্হিত হন। শিব তখন সকলের সঙ্গে নারায়ণের সমীপস্হ হন। দেবতাদের দুর্দশা দর্শনে নারায়ণ বললেন যে, শূল দ্বারা শিব যুদ্ধে রত হলে পর, আমি এর স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করব।©মন্ত্র শিক্ষা-"পুরোহিত দর্পণ" শিব শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং নারায়ণ শঙ্খচূড়ের রূপ ধারন করে তার স্ত্রীর সতীত্ব নাশ করেন। তখন শিবের হাতে শঙ্খচূড় নিহত হয়। তার অস্হি লবন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে এই অস্হি হতে দেবে পূজার জন্য নানা প্রকার শঙ্খের উৎপত্তি হয়। নারায়ণ শঙ্খচূড়ের রূপ গ্রহণপূর্বক তার সতীত্ব নষ্ট করেছেন জ্ঞাত হয়ে তুলসী নারায়ণকে অভিশাপ দেন যে, তুমি পাষানে পরিনত হও। স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে তুলসী নারায়ণের চরনে পতিত হন। তুলসীকে সান্ত্বনা দিয়ে নারায়ণ বললেন যে,তোমার দেহ থেকে গন্ডকী নদী উৎপন্ন হবে। ©মন্ত্র শিক্ষা-"পুরোহিত দর্পণ" আর তোমার কেশ থেকে উৎপন্ন হবে তুলসীবৃক্ষ। তুমি লক্ষ্মীর ন্যায় আমার প্রিয়া হবে। তুলসী নারায়ণকে গৃহে স্হান দিতে বললে নারায়ন বলেন, আমার গৃহে লক্ষ্মী রয়েছে, তোমার গৃহে নয় গৃহাঙ্গনে হবে। সেই থেকে নারায়ণ শিলারূপে অবস্হিত হয়ে সর্বদা তুলসীযুক্ত হয়ে থাকেন।(বৃক্ষ্মবৈবর্তপুরাণ)।

তুলসী দেবীর প্রনাম মন্ত্রঃ

ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসিদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ।।

তুলসী চয়ন মন্ত্রঃ

ওঁ তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া ।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥

Published on: Jan, 14 2023 12:28

ত্বদঙ্গ সম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পুজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি ॥

স্নান করে এই মন্ত্র পাঠ করতে করতে ডান হাত দিয়ে বোঁটা সহ পাতা ও মঞ্জরী ছিঁড়ে কোন পাত্র/ ঝুড়িতে রাখতে হবে।

নিষেধ...
দ্বাদশী, পুর্নিমা ,অমাবস্যা, সন্ধ্যাবেলা,রাত্রে, সংক্রান্তিতে তুলসী চয়ন, তুলসী গাছের ডাল ভাঙা নিষিদ্ধ।

তুলসি স্নান মন্ত্রঃ

ওঁ গোবিন্দবল্লভাং দেবিং ভক্তচৈতন্যকারিনিম।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রিং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনিম।।

তুলসী পাতার উপকারিতাঃ

প্রাচীন যুগ থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নিজ গৃহ ও আঙ্গিনায় পবিত্র জ্ঞানে তুলসি গাছ স্থাপন ও পূজা করে আসছে। মান্যতা আছে ,
যে গৃহে তুলসী গাছ থাকে, অশুভ শক্তি, কুদৃষ্টি সেই গৃহের কোন ক্ষতি করতে পারেনা। বিষ্ণু / নারায়ন পুজায় তুলসী অপরিহার্য। ধর্মীয় আচার তো বটেই, বিভিন্ন রোগে, তুলসী পাতার উপকারিতার কথা কম বেশি সবাই জানি আমরা। ©মন্ত্র শিক্ষা-"পুরোহিত দর্পণ" ঠাণ্ডা, কাশি, জ্বর, মাথা ব্যাথা, বদ হজমে, জীবাণুনাশক হিসেবে তুলসি পাতার জুড়ি নেই। বাড়তি গুণ হিসেবে এর রয়েছে প্রাকৃতিক
শক্তিবর্ধক ও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা ।